দৈনিক
ইত্তেফাক

06 DEC 2008

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ বাড়াতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর আওতায় সরকারী স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার হার বাড়াতে না পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাবে না। তাই স্কুলগুলোতে সহায়ক শিক্ষার উপকরণ, পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একই সাথে তাদের কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। অফিস-আদালতে তাদের চলাচলের অনুকূল সুযোগ তৈরী করতে সমিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের ৩৬৮ জন শিক্ষিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীর মধ্যে একটি জরিপের করে দেখা গেছে যে, দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধীদের মধ্যে থেকে ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন। ১১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এবং ৯ শতাংশ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। অপরদিকে ৪ শতাংশ হাফিজিয়া শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেউই উচ্চ শিক্ষার ধাপ পার হতে পারেননি। অপরদিকে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাত্র ১ শতাংশ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার ৭২ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। ১৮ শতাংশ বর্তমানে শিক্ষারত অবস্থায় আছেন এবং ১৬ শতাংশ জানিয়েছেন যে তারা তাদের শিক্ষা জীবন সম্পূর্ণ করেছেন। ২৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে, তারা তাদের জীবনে কোন প্রকার শিক্ষাই গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে ১৭ শতাংশ শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে পারেননি এবং ২৯ শতাংশ মাঝপথে ঝরে পড়েছেন। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ নাকচের হার সবচেয়ে বেশি। ৩৬ শতাংশ শিক্ষা গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৮ শতাংশ, বহুমাত্রিক ১৬ শতাংশ, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ১৩ শতাংশ এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে না বলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে না ফলে তারা দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে। এদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। হাতের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আয়-উপার্জনের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হয়। ৩৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী জানিয়েছেন তাদের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সরকারি আইন ও নীতিমালার প্রয়োজন। কর্মসংস্থান আরো বাড়িয়ে তোল পরিসর ও সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দক্ষতার উন্নয়ন ও পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনসুর আহমেদ চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের দেশে শতকরা চার ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যায়। এই হার বাড়ানো অতি জরুরী। সরকারীভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হচ্ছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তিনি মনে করেন প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বাড়াতে হলে প্রথমত প্রচারণা চালাতে হবে। যাতে করে প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বাড়লে কর্মসংস্থানের হারও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমাজের দরিদ্রতার কারণে সৃষ্ট কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অবধারিত ফলস্বরূপ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী উন্নয়নের মূলস্রোত থেকে বাইরেই থেকে যাচ্ছে। ইতিবাচক কর্মউদ্যোগ ও মনোভাব এ দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের দারিদ্র্যাবস্থা উত্তরণে বিশ্বিতভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।